প্রকল্পের নাম

NAME OF THE PROJECT

বাংলার কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদ

SOME MEDICINAL PLANTS OF BENGAL.

উপস্থাপক

SUBMITTED BY

ANIKET MANDAL.

বিদ্যালয়

SCHOOL

KHARAGPUR SILVER JUBILEE HIGH SCHOOL (H.S)

উপস্থাপন বর্ষ

YEAR OF SUBMISSION

2021

CLASS 11 GUIDE WBCHSE

• সূচীপত্র •

ভূমিকা -
উদ্দেশ্য -
লক্ষ্য -
কার্য বিবরণী -
↓
(কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদ ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা)
উপসংহার -
তথ্যসূত্র -
কৃতজ্ঞতা স্বীকার -

CLASS 11 GUIDE WBCHSE

ভূমিকা:-

বর্তমানে আমরা সংশ্লেষিত ঔষুধের যুগে বাস করছি। প্রায় প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন ঔষুধ সংশ্লেষিত বা আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এত কিছুর পরেও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রসার দিন দিন বাড়ছে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বিশেষ করে গ্রামীন মানুষেরা আজও তাদের চিকিৎসার জন্য গাছগাছড়ার ওপর নির্ভরশীল, সারা পৃথিবী জুড়েই আজ ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা বাড়ছে কারন অ্যালোপ্যাথিক ঔষুধ বা চিকিৎসা ব্যয়সাপেক্ষ এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। সেদিক থেকে আয়ুর্বেদিক ঔষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এই একটি কারনেই ভেষজ চিকিৎসার এবং ঔষুধের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করেন হাকিম, ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অবৈজ্ঞানিক ভাবে চিকিৎসা করা হয়, অবৈজ্ঞানিক ভাবে উদ্ভিদের ব্যবহারের ফলে অনেক ভেষজ উদ্ভিদ আজ বিপদগ্রস্ত। তাই এইসব উদ্ভিদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার এবং সাধারন মানুষকে এই উদ্ভিদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা প্রয়োজন, বিশ্ব জুড়ে আজ ভেষজ উদ্ভিদের আলোচনা চলছে কিন্তু বিশ্ববাজারে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আবিষ্ভূমি ভারতকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

উদ্দেশ্য:-

আমাদের দেশে কবিরাজ, হেকিম বা গ্রামবাসী নিজেরাই গাছগাছড়ার সাহায্যে চৌটকা চিকিৎসা করে থাকেন, তাদের সংগে কথা বলে ভেষজ উদ্ভিদ চেনা, তাদের গুনাগুন ও ব্যবহার সম্পর্কে জানা এছাড়া ভেষজ উদ্ভিদের গুরুত্ব ও তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষন করা বিষয়ে গ্রামবাসীদের অবহিত করাই উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য:-

ভেষজ উদ্ভিদের সঠিক বৈজ্ঞানিক নাম, পৃথিবীর কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, ভেষজ হিসাবে উদ্ভিদের কোন কোন অংশ ব্যবহার করা হয় এবং কোন্ কোন্ রোগ নিরাময় করার জন্য প্রয়োগ করা হয়, সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ায় এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ ও উদ্দেশ্য।

CLASS 11 GUIDE WBCHSE

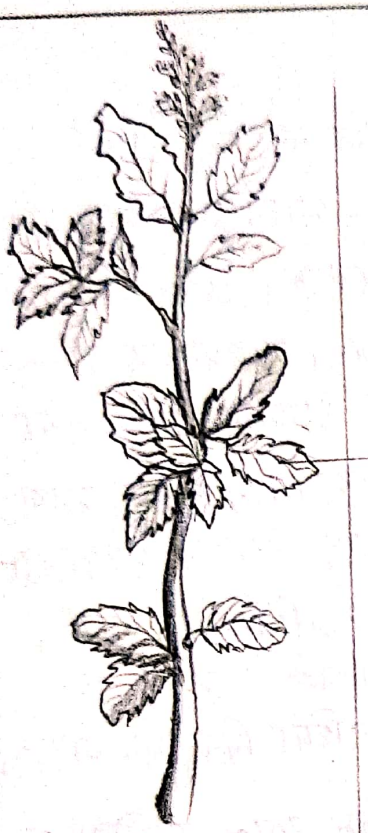

তুলসী

বাসক

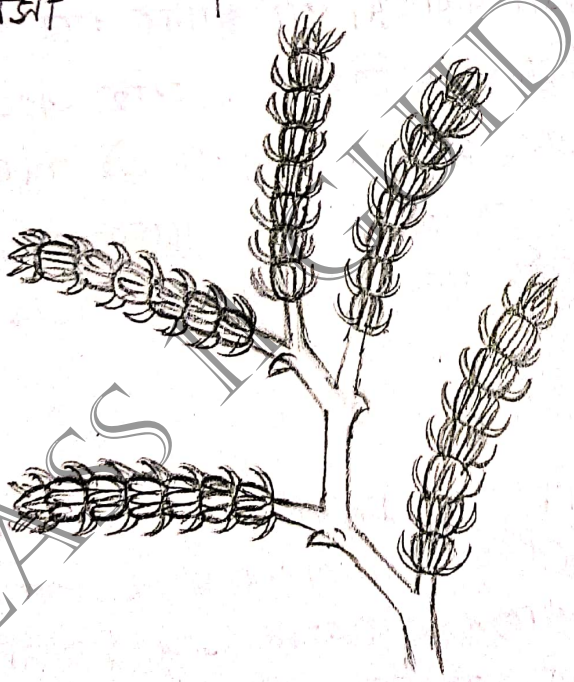

শতমূলী
(পাতার বিচর্চিত চিত্র)

CLASS INCHIDE WBCHSE

কার্য বিবরণী:-

গ্রামে গিয়ে কবিরাজ/হেকিম বা বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা বলে কয়েকটি ঔষধি উদ্ভিদ চেনা গেল। তাদের ব্যবহার পদ্ধতি এবং কী কী রোগে কী মাত্রায় ব্যবহার করা হয় সেটা জানা হল। এবং তা নিম্নে আলোচিত হল।

1. তুলসী

বৈজ্ঞানিক নাম : Ocimum Sanctum.
গোত্র : Lamiaceae
বিস্তার : ভারতবর্ষের সর্বত্রই পাওয়া যায়, এছাড়া পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়।
ব্যবহৃত অংশ : পাতা ও মূল
ব্যবহার : পাতার রস ব্রঙ্কাইটিস ও সর্দি কাশিতে ব্যবহার করা হয়, পাতার রস বিভিন্ন চর্মঘটিত রোগে ব্যবহার করা হয়, মূলের রস ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহার করা হয়।
(সূত্র- ব্যবহারিক জীববিদ্যা, নির্মল লাইব্রেরী).

2. বাসক

বৈজ্ঞানিক নাম : Justicia adhatoda.
গোত্র : Acanthaceae.
বিস্তার : ভারতবর্ষের সর্বত্র ছাড়া শ্রীলংকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে পাওয়া যায়,
ব্যবহৃত অংশ: পাতা ও কচি কান্ড
ব্যবহার : পাতা ও কচিকান্ড সর্দি কাশী ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানীর ঔষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, পাতার রস ডাইরিয়া, আমাশায়, টিউমার এর ঔষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়,

3. শতমূলী

বৈজ্ঞানিক নাম : Asparagus. Racemosus.
গোত্র : Lilliaceae
বিস্তার : ভারতবর্ষের উষ্ণ অঞ্চল, আফ্রিকা, মায়ানমার, অস্ট্রেলিয়া
ব্যবহৃত অংশ: মূল
ব্যবহার : অজীর্ণ রোগ, স্নায়ুরোগ বাতের রোগে মূলের নির্যাস ব্যবহৃত হয়, নিরাময়

CLASS 11 GUIDE WBCHSE

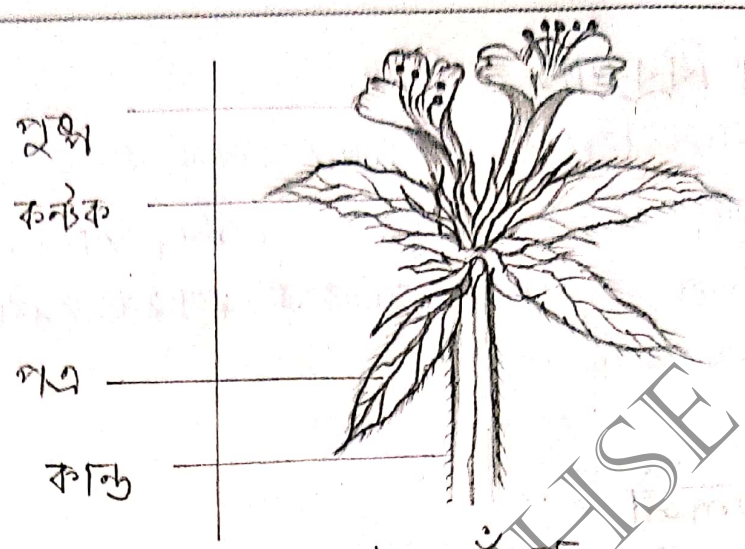

কুলে খাঁড়া

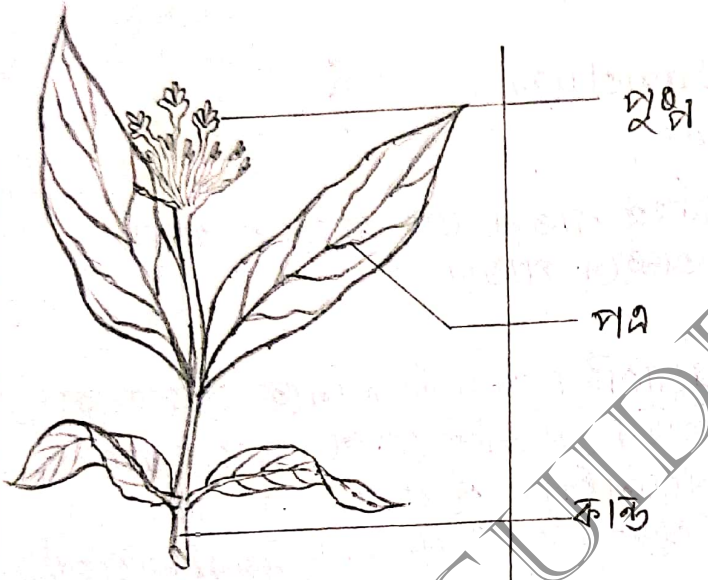

সর্পগন্ধা

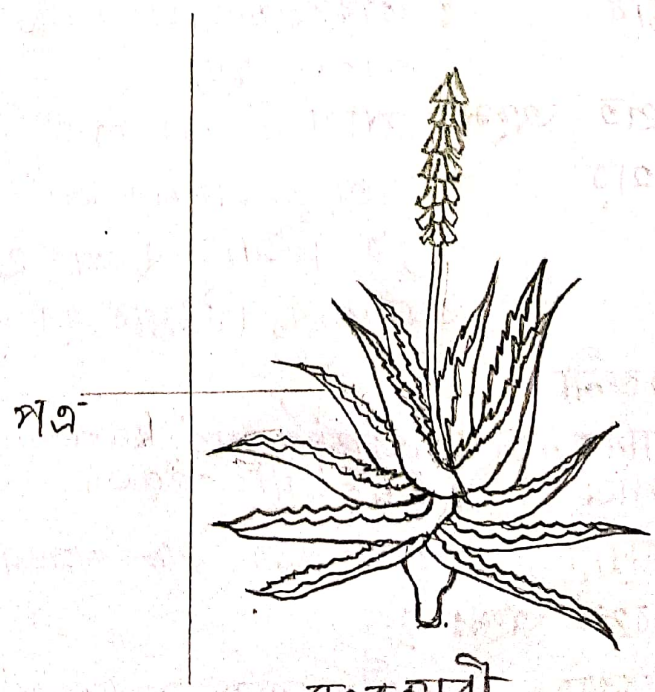

ঘৃতকুমারী

CLASS 11 GUIDE WBCHSE

4. কুলেখাড়া

বৈজ্ঞানিক নাম: Hygrophila schulli

গোত্র : Acanthaceae.

বিস্তার : ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, দক্ষিন আফ্রিকা

ব্যবহৃত অংশ: পাতা বীজ ও বিটপ

ব্যবহার : পাতার রস রক্তাল্পতা রোগে খুবই উপকারী, এছাড়া ডায়রিয়া, আমাশয় রোগে ফলপ্রসূ। বীজ সাধারন টনিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, জন্ডিস রোগে পাতার রস খুব উপকারী টনিক হিসাবে কাজ করে।

(সূত্র- মেডিসিনাল এন্ড অ্যারোমেটিক প্লান্টস - 2000 - শর্মা ও সরকার)

5. সর্পগন্ধা

বৈজ্ঞানিক নাম: Rauvolfia serpentina

গোত্র : Apocynaceae.

বিস্তার : ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ভাগ অঞ্চল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, জাভাতে পাওয়া যায়।

ব্যবহৃত অংশ: মূল ও পাতা

ব্যবহার : মূলের নির্যাস স্নায়ু রোগে, অর্থাৎ নিদ্রাহীনতা ও মৃগী রোগের ঔষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, প্রসবকালে জরায়ুর সংকোচনে মূলের নির্যাস ফলদায়ক, পাতার রস চোখের অন্ধত্বতা কাটাতে ব্যবহার করা হয়, এছাড়া মূলের নির্যাস রক্তের উচ্চচাপ প্রশমন করে, কারো কারো মতে সর্পদংশনের প্রতিষেধক রূপে কাজ করে। প্রধান উপক্ষার - রেসারপিন, সারপেনটিন, অ্যাজমালিন ইত্যাদি।

6. ঘৃত কুমারী

বৈজ্ঞানিক নাম : Aloe barbadensis.

গোত্র : Liliaceae

বিস্তার : উত্তর আফ্রিকার উদ্ভিদ, ভারত সহ অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উপস্থাপিত হয়েছে

ব্যবহৃত অংশ: পাতা

ব্যবহার : পাতার রস যকৃত ও প্লীহার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

CLASS 11 GUIDE WBCHSE

সজনে

CLASS 11 GUIDE WBCHSE

7. সজনে

বৈজ্ঞানিক নাম : Moringa oleifera

গোত্র : Moringaceae.

বিস্তার : পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়, বহিরাগত উদ্ভিদ, সম্ভবত মালয় থেকে ভারতে উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতের নিজস্ব উদ্ভিদ নয়।

ব্যবহৃত অংশ: মূল ও সমগ্র উদ্ভিদ.

ব্যবহার : উদ্ভিদ নির্যাস বাতের ঔষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কচি পাতার রস স্কার্ভি রোগের ঔষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কারন পাতার মধ্যে প্রচুর পরিমান ভিটামিন A ও C আছে। ফুল বলবর্ধক হিসাবে খাওয়া হয়।

(সূত্র- দি ইউসফুল প্লান্টস অব ইন্ডিয়া)
এস.পি. আমবাস্টা

উপসংহার :-

দিন দিন আয়ুর্বেদিক ঔষুধের ব্যবহার জনপ্রিয় হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অবৈজ্ঞানিকভাবে, অজ্ঞলোকের দ্বারা এই চিকিৎসা হয়ে থাকে, কাজ হয়তো কিছুটা হয় কিন্তু ক্ষতি হয় ভেষজ উদ্ভিদের যথেচ্ছ অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারে। সেই কারনেই সরকারী স্তরে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত, এছাড়া গ্রামের মানুষকে বিভিন্ন ভেষজ সম্পর্কে অবহিত করে কি করে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষন করা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। বিজ্ঞান ভিত্তিক ভেষজ চাষ গ্রামের আর্থসামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, তাছাড়া আমরা যদি প্রত্যেকের বাড়িতে অন্তত একটি করে ভেষজ উদ্ভিদ লাগিয়ে রাখি তাহলেও কিন্তু অনেকটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র -

(i) আমবাস্টা, এস.পি. এবং অন্যান্য, দ্য ইয়ুজফুল প্লান্টস অফ ইন্ডিয়া, সি. এস. আই.আর নিউদিল্লী,

(ii) শর্মা, টি. কে এবং এ. কে. সরকার, ফ্লোরা অব পালামৌ ডিস্ট্রিক্ট, বি, এস, আই। মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্ট, গভঃ অব ইন্ডিয়া। 2002।

CLASS 11 GUIDE WBCHSE

(iii) শর্মা, টি. কে. এবং ডলি সাহা, স্টাডিজ অন্ মেডিসিনাল এণ্ড অ্যারোমেটিক প্লান্টস অব নর্থ চব্বিশ পরগনা (অপ্রকাশিত), ডি.এস.টি. গভঃ অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল। 2000।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমত আমার শিক্ষক কাছে আমি কৃতজ্ঞ এরূপ একটি সুন্দর বিষয় নির্বাচন করার জন্য, এছাড়া প্রজেক্টের বিষয়ে তার বিশেষ মতামত এবং নির্দেশের জন্যও আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। নমুনা সংগ্রহ ও প্রজেক্ট লেখবার সময় আমি ও আমার সহপাঠীদের কাছে যে সাহায্য পেয়েছি তার জন্য আমি তাদেরকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রী সুখদেব পাত্র মহাশয়কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বই দিয়ে সাহায্য করার জন্য। সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে প্রজেক্টের মতো একটি কৌতূহলপূর্ণ বিষয়কে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

উপস্থাপকের সাক্ষর

Aniket Mandal.

তারিখ: 06.03.2021.

শিক্ষকের সাক্ষর,

CLASS 11 GUIDE WBCHSE